21

JUL 1 8 1999

পৃষ্ঠা ২৮ কলাম ৭

দৈনিক ইনকিলাব

জমিয়তে মোদার্রেছীনের বিভিন্ন শাখার প্রতিবাদ

মাদ্রাসার স্বীকৃতি ও এমপিও বাতিলের নির্দেশ প্রত্যাহার না করলে বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচী

রংপুর আঞ্চলিক শাখা

রংপুর থেকে জেলা সংবাদদাতা ঃ মাদ্রাসার স্বীকৃতি প্রত্যাহার এবং এমপিও বাতিল করার প্রতিবাদে সম্প্রতি বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদারেছীনের রংপুর আঞ্চলিক শাখার এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বরুয়াহাট কেরামতিয়া ফাজিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ জনাব গোলাম মোস্তফার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জমিয়াতুল মোদর্রেছীনের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম মহাসচিব এবং আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক আবু নছর মোহাম্মদ শামছুল ইসলাম। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, বর্তমান সরকার বিভিন্ন অজুহাতে মাদ্রাসা শিক্ষাকে বন্ধ করার পাঁয়তারা শুরু করেছেন। যার প্রমাণ রংপুরের ১৫টি মাদ্রাসা বন্ধের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে স্বীকৃতি প্রত্যাহার এবং এমপিও বাতিলের আদেশ জারি। তিনি এই আদেশের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদসহ অবিলম্বে এই আদেশ বাতিলের দাবী জানিয়ে বলেন, '৯৭ সালের নীতিমালা পরবর্তী সময়ের প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য। পুরাতন প্রতিষ্ঠানের জন্য শর্ত অপূরণ দেখা দিলে তাদেরকে সময় দিয়ে পূরণের সুযোগ দেয়া যুক্তিযুক্ত। এছাড়া স্কুল-কলেজ সার্ভে না করে একতরফাভাবে মাদ্রাসা সার্ভে করাটা একই দেশের শিক্ষা নীতির বহির্ভূত এবং উদ্দেশ্যমূলক। তিনি রংপুরসহ বিভিন্ন স্থানের অসংখ্য মাদ্রাসার স্বীকৃতি প্রত্যাহার এবং এমপিও বাতিল করায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, একটি কুচক্রী মহল সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে গত বছর দেশের কোন স্কুল-কলেজের জরিপ না করে একতরফাভাবে শুধু মাদ্রাসার জরিপ কার্যপরিচালনা করে। একই পদ্ধতিতে এবছরও কেবলমাত্র মাদ্রাসার ক্ষেত্রে জরিপ কার্য পরিচালিত হচ্ছে। যারা জরিপ কাজে জড়িত ছিলেন, তাদের মাদ্রাসার স্বীকৃতি প্রত্যাহার এবং এমপিও বাতিলের সুপারিশ করার কোন বৈধ অধিকার নেই। বেসরকারী স্কুল কলেজ জরিপ পরিচালনা না করে কেবলমাত্র মাদ্রাসার ক্ষেত্রে জরিপ পরিচালনা করা বিমাতাসুলভ আচরণ। আত্মপক্ষ সমর্থন এবং শর্তাবলী পূরণের ব্যাপারে কোন প্রকার সুযোগ না দিয়ে এ ধরনের আদেশ অকার্যকর। অতীতে কোন সরকারের আমলেই এ ধরনের আদেশ জারি করা হয়নি। তিনি আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কিছুদিন পূর্বে পল্টন ময়দানে এবং শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক জাতীয় সংসদে দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা দিয়েছিলেন, সরকারের মাদ্রাসা বন্ধ করার কোন পরিকল্পনা নেই। বরং এর উন্নয়নে সরকার উত্তরোত্তর ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। সেখানে কিভাবে এই নির্দেশ জারি হয়েছে তা ভাবতে অবাক লাগে। তিনি অবিলম্বে এই আদেশ বাতিলের দাবী জানান। সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাহাগিলী কেরামতিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ নূর মোহাম্মদ, টেপামধুপুর মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ইসহাক আলী, পীরগঞ্জ সিনিয়র মাদ্রাসার অধ্যক্ষ রুহুল আমিন প্রমুখ।

কক্সবাজার জেলা শাখা

প্রেস বিজ্ঞপ্তি ঃ সম্প্রতি দেশব্যাপী বিভিন্ন বেসরকারী মাদ্রাসাসমূহের স্বীকৃতি প্রত্যাহার, শিক্ষক-কর্মচারীগণের অনুদান বন্ধসহ ইসলামী শিক্ষা সংকোচন নীতির ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে গত ১১ জুলা হাশেমিয়া আলীয়া মাদ্রাসা মিলনায়তনে জেলা জমিয়াতুল মোদারেছীনের সভাপতি আলহাজ মাওলানা মুজহের আহমদ সাহেবের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জেলার বিভিন্ন মাদ্রাসার অধ্যক্ষ, সুপারসহ শিক্ষক-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদারেছীনের জেলা সভাপতি আল্লামা মুজহের আহমেদ, হাশেমিয়া আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা মহিববুল্লাহ, সহ-অধ্যক্ষ মাওলানা এম আজিজুল হক, ইসলামিয়া বালিকা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা জাফর উল্লাহ নূরী, গর্জনীয়া ফইজুল উলুম মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাঃ আইয়ুব, এস বাহরুল উলুম দাখিল মাদ্রাসার সুপার মাওলানা আবদুল আওয়াল প্রমুখ।

সভায় ইসলামী শিক্ষার সূতিকাগার দেশের শত শত মাদ্রাসার স্বীকৃতি প্রত্যাহার, হাজার হাজার শিক্ষক-কর্মচারীর অনুদান বন্ধের সরকারী ষড়যন্ত্রের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয় এবং অনতিবিলম্বে উক্ত ষড়যন্ত্রমূলক সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের জন্য সরকারের প্রতি আবেদন জানানো হয়। অন্যথায় মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক দেশের ইসলাম প্রিয় জনগণকে সাথে নিয়ে বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচী প্রদানে বাধ্য হবে বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়।

লোহাগাড়া থানা শাখা

প্রেস বিজ্ঞপ্তি ঃ গত ১২ জুলাই বিকেলে লোহাগাড়া বটতলী মোটর স্টেশনে জমিয়াতুল মোদার্রেছীন লোহাগাড়া থানা শাখার উদ্যোগে এক প্রতিবাদ সভা [illegible] মিয়ত সভাপতি মাওলানা মুহ[illegible]দ [illegible] তবার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্র-[illegible] ক ও সর্বস্তরের জনগণ প্রতিবাদ সভায় যোগদান করেন। উক্ত প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন সুফিয়া ফাজিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা ফজলুল হক, খালেকীয়া ফাজিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা অহিদ আহমদ, এশায়াতুল উলুম ফাজিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা সিরাজুল ইসলাম, শাহ রশিদিয় ফাজিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা আবু বকর প্রমুখ।

সভাপতি তার বক্তব্যে বলেন, মাদ্রাসায় ছাত্র সংখ্যা কম হওয়ার ব্যবস্থা সরকারই করে রেখেছে। কারণ এবতেদায়ী মাদ্রাসায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মত ফ্রি বই বিতরণ ও খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচী চালু করা হয়নি। একটি ফাজিল মাদ্রাসার জন্য যা খরচ করা হয় তার বহুগুণ খরচ করা হয় একটি ডিগ্রি কলেজের জন্য। সুতরাং মাদ্রাসা বন্ধ করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। অন্যান্য বক্তাগণ সরকার ৪০০০ মাদ্রাসার স্বীকৃতি প্রত্যাহারের যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তা অতিসত্বর বন্ধ করার জন্য জোর দাবী জানান। অন্যথায় কঠোর কর্মসূচী ঘোষণা করা হবে বলে মত ব্যক্ত করা হয়।

নবীগঞ্জ থানা শাখা

প্রেস বিজ্ঞপ্তি ঃ গত ৭ জুলাই নবীগঞ্জ থানার সকল মাদ্রাসার প্রধান ও শিক্ষকদের এক জরুরী সভা স্থানীয় সৈদপুর সিনিয়র মাদ্রাসায় মাওলানা আইয়ুব আলী সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বক্তব্য রাখেন মাওলানা এটিএম নূরুদ্দীন জকি, মাওলানা আলতাফ উদ্দীন, মাওলানা [illegible] নূর প্রমুখ। বক্তাগণ সরকারের সাম্প্রতিক মাদ্রাসা বন্ধের জন্য চক্রান্ত ও অবাঞ্ছিত শর্ত আরোপ করে পূর্ব ঘোষণা ও সতর্কীকরণ ছাড়াই একতরফাভাবে শত শত মাদ্রাসার স্বীকৃতি প্রত্যাহার এবং এমপিও ভুক্তি বন্ধের নিন্দা জানান এবং অবিলম্বে উক্ত নির্দেশ প্রত্যাহারের দাবী জানান।